REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪৯ ইংরাজী 3rd June 1942 | ৩য় সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হইতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ।০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার:—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন:—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন দুর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গৃহ-রক্ষা

গৃহরক্ষার জন্যই জীবন-বীমা। গৃহ জাতীয় জীবনের প্রকৃষ্টতম প্রয়োজন, পৃথিবীর আশা-ভরসার স্থল। গৃহকে বাঁচাইয়া রাখিবার কাজে যাহার সার্থকতা আছে, তাহার প্রভাবও অপরিসীম। যিনি পরিবার প্রতিপালন করেন, তিনিই ত' সংসারের প্রধান আশ্রয়। তাঁহারি চারিদিকে গৃহ নীড় রচিত হয়। তাঁহার অভাবে গৃহ-সংসার বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু সেই প্রতিপালকের স্থানে জীবন-বীমা সংসার প্রতিপালনের দুরূহ ভার গ্রহণ করে। সংসার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়—জাতীয় জীবনের শক্তি অব্যাহত থাকে।

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমাপত্র দিতে পারে

নূতন বীমার পরিমাণ	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৩ " ৫১ " " "
মোট সম্পত্তির পরিমাণ	৪ " ৫ " " "
দাবী-শোধ (১৯০৭-৪০)... ...	২ " ২৫ " " "

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হেড অফিস
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস,
কলিকাতা

ব্রাঞ্চ
বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা।
এজেন্সী—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ:—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

Buy
DEFENCE SAVINGS
Certificate
AND
INDIA DEFENCE BOND
TO MAKE INDIA STRONG.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৪৯ সাল।

হ্যাঙ্গার্স লায়ন সার্কাস

গত ১লা জুন সোমবার হইতে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে যাইবার রাস্তার সন্নিকটে শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সাধু মহাশয়ের বাঁশবাগান সংলগ্ন ময়দানে উক্ত সার্কাস কোম্পানী নানাবিধ খেলা প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

রঘুনাথগঞ্জ এ্যাথলেটিক ক্লাব

গত ১লা জুন সোমবার রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক হলে "রঘুনাথগঞ্জ এ্যাথলেটিক ক্লাবের" বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আজিজর রহমান সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ, সহরের গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ ও যুবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঘোড়ার গাড়ী

গত কয়েক মাস হইতে রঘুনাথগঞ্জ সহরে দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী চলাচল করিতেছে। ইহার কোন খানিতেই নম্বর নাই। চালকেরও কোন ঠিক নাই। নিত্য নূতন লোকে গাড়ী চালাইতেছে। আমরা এ বিষয়ে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দ্রুগ জেলার গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

১৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত

গত ২৬শে মে মঙ্গলবার দ্রুগ জেলার অন্তর্গত সাইগোনা গ্রামে একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে প্রায় ১৫০ খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে এবং প্রায় ৫০০ লোক গৃহহারা হইয়াছে। কংগ্রেসকর্ম্মিগণ এবং অন্যান্য জনসেবকেরা দুর্গত জনসাধারণকে অর্থ, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিতেছেন।

বহু লুক্কায়িত সামগ্রী ধৃত

বিহার প্রদেশের দুইটি বৃহৎ বাজারে প্রাইস্-কন্ট্রোলারের হানার ফল

বিহার প্রদেশের অন্তগত লক্ষীসারী নামক স্থানে অবস্থিত এক বৃহৎ বাজারে প্রাইস্ কন্ট্রোলার মিঃ এন, কুমার তাঁহার অধীন কর্ম্মিগণসহ আর একবার হানা দেয়। ইহার ফলে বার হাজার মণ লবণ, আড়াই হাজার মণ গম, এগার হাজার ছয় শত গ্যালন কেরোসিন তৈল এবং এক হাজার মণ চাউলসহ নানাবিধ অত্যাবশ্যক লুক্কায়িত সামগ্রী ধরা পড়িয়া যায়।

গত সপ্তাহে মিঃ কুমার জামালপুর সহরের কয়েকটি গুদামে হানা দিয়া গোপনে মজুত করা হইয়াছিল—এমন বহুল পরিমাণ কেরোসিন তৈল, লবণ, সিমেণ্ট, গম ও কাপড় কাচা সোডা বাহির করিয়া ফেলেন।

শিশুর ধড়হীন মুণ্ড

সম্প্রতি কাঁকুড়গাছি রেলওয়ে ব্রীজের নিকট একটি বাগানের কাছে ৬ মাসের একটি শিশুর ধড়বিহীন মাথা পাওয়া গিয়াছে। বেলিয়াঘাটা পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে ও ধড়ের অনুসন্ধান করিতেছে। মানিকতলা মেন রোড অঞ্চলে ইহা লইয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়া শতায়ু ব্যক্তির মৃত্যু

রংপুরের গ্রামে শোচনীয় ঘটনা

গোবিন্দগঞ্জ থানার গোবিন্দগঞ্জ গ্রামের মহলী মাঝি গত ২০শে মে তাহার শয়ন ঘরের দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, ঐদিন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। শয়নঘরের দেওয়াল ধ্বসিয়া তাহার উপর পড়ে। পরের দিন প্রাতঃকালে দেওয়ালের নীচে হইতে মৃতদেহটি বাহির করা হয়। মহলী মাঝির বয়স ১০০ বৎসর, কাজেই রাত্রির দুর্য্যোগের সময় দৌড়াইয়া পলায়ন করা সম্ভবপর হয় নাই।

জীবন বিপন্ন করিয়া জলমগ্ন বালিকাকে উদ্ধার

ঢাকা জগন্নাথ সাহা রোডের ছাত্র সঙ্ঘের সদস্য শ্রীমান্ সুশীলকুমার সাহা ঐ সহরের গভীর জলপূর্ণ এক পুকুর হইতে দশ বৎসর বয়স্কা এক জলমগ্না বালিকাকে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া উদ্ধার করিয়াছে। তাহার এই সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যে সে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ঢোলসহরতে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন গম, আটা, ময়দা, লবণ, কয়লা, চিনি, কেরোসিন তৈল, দেশলাই, সরিষার তৈল, ডাল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি পণ্য ব্যবসায়ী দোকানদারগণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাদিগকে যথারীতি চেকমুড়ি ও ক্যাসমেমো বহি রাখিয়া প্রত্যেক ক্রেতাকে ক্যাসমেমো দিতে হইবে। উক্ত ক্যাসমেমোতে দ্রব্যের পরিমাণ, মূল্যের হার এবং প্রত্যেক জিনিসের মূল্য স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। এই নির্দ্দেশ লঙ্ঘনকারীর তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

ধানবাদে সন্দিগর্ম্মিতে মৃত্যু

মিঃ জেমস কার্লে নামে কয়লার খনির একজন ম্যানেজার সন্দিগর্ম্মি হইয়া গত ২২শে মে রাত্রিতে ধানবাদের ই, আই, রেলওয়ে হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

এক বাড়ীর ৪টী শিশুর সলিল-সমাধি

কয়েক দিন পূর্ব্বে বরিশাল জিলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত রাঘনগর গ্রামে এক শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। একই পরিবারের ৫ বৎসর হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের দুইটী বালক ও দুইটী বালিকার সলিল সমাধি হইয়াছে। প্রকাশ, শিশুগুলির মধ্যে কেহই সাঁতার কাটিতে জানিত না এবং তাহারা একত্রে নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। ঘাটের সিঁড়ির উপর খেলা করিতে করিতে তাহারা পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইয়া নিমজ্জিত হয়। কয়েকজন পথিক তাহাদিগকে জল হইতে তোলে। কিন্তু সকল প্রাথমিক সাহায্যই বৃথা হয়। তাহাদিগকে বাঁচান যায় না।

পাক্ষিক পত্র

গত ১০ই মে তারিখে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সেই কথাগুলোর মর্ম্ম বুঝতে পারলে যুদ্ধের গতি ভবিষ্যতে কোন্ দিকে গড়াবে তা আমরা অনেকটা বুঝতে পারব। তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় আছে—

"একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আমাদের কাছে বলেছেন যে জার্মানরা মরীয়া হ'য়ে রুশ সৈন্য ও রুশ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করতে পারে। জার্মানরা যদি গ্যাস আগে ব্যবহার না করে তা হ'লে, আমরা গ্যাস ব্যবহার করব না এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করেছি। কিন্তু আমরা হূনদের চরিত্র জানি, সেজন্য আমরা গ্যাস ব্যবহারের জন্য বিরাট আয়োজন ক'রে রেখেছি।"

প্রধান মন্ত্রীর এই কথাগুলো খুবই জোরালো। শত্রুকে হাতে হাতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রিটেন যে সম্পূর্ণ তৈরী হ'য়ে আছে এটা খুব ভালভাবেই তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়। জার্মানরা গ্যাস ব্যবহার এতদিন করেনি তা এজন্য নয় যে মানুষের প্রতি তাদের কোনো দরদ আছে। তারা গ্যাস ব্যবহার করতে সাহস করেনি, কেননা তাদের বিপক্ষও তাদের বিরুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার করতে পারে এ ভয় তার সব সময়েই আছে। কিন্তু মরীয়া হ'য়ে উঠলে তখন আর কারো কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। জার্মানরা গোপনে রুশযুদ্ধক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় গ্যাস ব্যবহার করেছে এই রকম একটা কথা উঠেছে। কিন্তু এখনও তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি তারা গ্যাস ব্যবহার করে তা হ'লে ব্রিটেন যে অতি ভীষণ গ্যাস তৈরী করেছে জার্মানির বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করা হবে।

জার্মানরা মরীয়া হ'য়ে উঠেছে তার কারণ রুশযুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে। এইভাবে সৈন্য ক্ষয় হ'তে থাকলে জার্মানির জয়লাভ অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। লোকক্ষয় জার্মানদের কি পরিমাণ হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী বলেছেন—

গত মহাযুদ্ধে সাড়ে চার বছরে যত জার্মান সৈন্য মারা পড়েছিল এবারের যুদ্ধে এবং তুষারে তার চেয়ে অনেক বেশি জার্মান সৈন্য ইতিমধ্যেই মারা পড়েছে। জার্মান সরকারী হিসাবে প্রকাশ, গত মহাযুদ্ধে ২০ লাখেরও বেশি জার্মান সৈন্য মারা পড়েছিল।

রুশজার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে এক বছর হ'ল। এই এক বছরে তা হ'লে ২০ লাখের বেশি সৈন্য মারা পড়েছে রুশ যুদ্ধক্ষেত্রে। জার্মানির অবশ্য অনেক বেশি সৈন্য আছে। হয় তো তার সংখ্যা ৬০।৭০ লাখ হবে। কিন্তু একমাত্র রাশিয়াতেই যদি এত সৈন্য ক্ষয় হ'য়ে থাকে তা হ'লে জার্মানি এভাবে খুব বেশি দিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে না।

অতএব জার্মানিকে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ জেতার চেষ্টা করতে হবে। জার্মানির যেমন লোকবল, তেমনি অস্ত্রবল। তেমনি তাদের যুদ্ধপটুতা। কাজেই তারা যেমন তেমন শত্রু নয়; অতি মারাত্মক শত্রু। এই মারাত্মক শত্রু, এই প্রবল শত্রুও এক বছরের মধ্যে রুশ দখল করতে সক্ষম হ'ল না। উপরন্তু তারা নিজেরা বিশ লাখের বেশি সৈন্য হারাল এ অবস্থায় জার্মানি মরীয়া হ'য়ে উঠবে বৈকি! জার্মানির মত শক্তি মরীয়া হ'য়ে উঠলে তার অসাধ্য আর কি থাকতে পারে! তাই তারা যে গ্যাস ব্যবহার করতে

পারে এ রকম আশঙ্কা সবাই করছেন। কিন্তু তা করলে তার ফলভোগও তাকে কি রকম করতে হবে সে কথা আমরা প্রধান মন্ত্রীর কথা থেকে অনুমান করতে পারি। মিঃ চার্চিল আরও বলেছেন—

আমরা এখন আর নিরস্ত্র নই। আমরা এখন অস্ত্রবলে বলীয়ান। আমরা একা নই। দুর্দ্ধর্ষ মিত্রশক্তি আমাদের পক্ষে। সম্মিলিত জাতির অংশস্বরূপ মিত্রশক্তিগণ একই উদ্দেশ্যে অবিচ্ছেদ্যরূপে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত—চূড়ান্ত জয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। জয়লাভ ঠিক কবে হবে তা জানি না। আমাদের যে সমস্ত মালমশলা আছে তাথেকে যখন বল তৈরী হবে যুদ্ধের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম যখন তৈরী হবে এবং তা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে তখন আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

প্রধান মন্ত্রীর এই কথাগুলো অত্যন্ত হিসেব করে বলা। কোথায়ও কোনো বাড়াবাড়ি নেই—হিটলারের মতো জয়লাভের তারিখ ঠিক ক'রে দেওয়া নেই—অথচ কথাগুলো কি দৃঢ়তার পরিচায়ক। হিটলার একচ্ছত্র শাসক—তাঁকে সমালোচনা করবার কেউ নেই—তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথা বললে লোকের প্রাণ যায়, কাজেই ধাপ্পা দেওয়ায় তাঁর কোথায়ও কোনো সঙ্কোচ নেই। গণতন্ত্রের নেতার পক্ষে ধাপ্পা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কথায় এতখানি সংযম।

হিটলার কথায় কথায় আকাশের চাঁদ ধ'রে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, এবং তাতে ব্যর্থ হ'লেও তাঁর কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু যে নেতা জনগণকে শ্রদ্ধা করেন তাঁর ভাষায় আমরা হিটলারী উচ্ছ্বাস আশা করি না। মিঃ চার্চিল। কঠিন সত্য বলতে ভয় পান না, সেই জন্যই তিনি যে সব কথা বলেন তার প্রত্যেকটি অক্ষর আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারি।

—

নীলামের ইস্তাহার

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৪২

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

১ থাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং বাতাসা বিবি দাবি ১৭৸৶৬ থানা সুতী মৌজে একাঠিয়া ৯১ শতকের কাত ১৷৶১ আঃ ১০৲ থং ৯৭ রায়ত স্থিতিবান

৭২ থাং ডিঃ গোকুলচন্দ্র রায় দিং দেং উপেন্দ্রনারায়ণ দাস দিং দাবি ৯৫৸৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চক মহেশপুর ৫ ৫১ শতকের কাত ১৪৶০ আঃ ৫০৲ থং ৮ রায়ত মোকররী

—

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১৫ই জুন ১৯৪২

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

১০ মর্গেজ ডিঃ মধুসূদন দত্ত দেং পুলিনচন্দ্র পাল দাবি ১২৫৸/০ থানা সুতী মৌজে ইচলিপাড়া ।৩৸০ কাঠার কাত ১৯৶৯৷ উহার অন্তর্গত ৵৪৷০ কাঠার অর্দ্ধাংশে ৴২৷০ কাঠা জমির উপরিস্থিত পোক্তা ঘর ৩ কুঠরী সায় বারান্দা ইট কাঠ তীর বরগা নওয়া জিমা আঃ ২৫৲ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৷০ কাঠার কাত ২৲ জমার অন্তর্গত ।২৷০ কাঠা আঃ ১০৲ রায়ত স্থিতিবান ৩নং লাট থানা সুতী মৌজে বহুতালী ৮৸২৷০ বিঘার কাত ৯৷৶১৭৷০ জমার অন্তর্গত ৪৷৩৸০ জমির কাত পড়তামত ৪৷৶৮৸০ আঃ ৫০৲ রায়ত স্থিতিবান

—

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১৩ই জুলাই ১৯৪২

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

১০৩১ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দেং রজনীকান্ত বারিক দিং দাবি ২৭৸৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জয়রামপুর ২-৭৭ শতকের কাত ৮৷/৮ আঃ ১০৲ থং ২৩৩ রায়ত স্থিতিবান

—

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ২০শে জুলাই ১৯৪২

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

২১৯ থাং ডিঃ মহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী দেং তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ১০১৸৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে নাগেশ্বরবাটী ৭·২৪ শতকের কাত ২৩৸৶৫ সেস রিভ্যালুয়েশন ২৷৶০ আঃ ৫০৲ থং ৪৮৯ অধীনস্থ ৫৮৯, ৫৯৪

২৩৭ থাং ডিঃ আইজাননেসা বিবি দেং জলদবরণী দেবী দাবি ৩০৸৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে বন্দেশ্বর ৩-৬৩ শতকের কাত ১১৸/৬ আঃ ২০৲ থং ১২

২৩৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৭৲ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণগ্রাম ৫-৯০ শতকের কাত ১৩৸৮ আঃ ২৫৲ থং ২৭

২৩৯ থাং ডিঃ প্রিয়ভাষিণী দেবী দেং উমাপতি মুখোপাধ্যায় দাবি ৮৷৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে ডাঙ্গরাইল ও বেড়গ্রাম জমা ৪৲ আঃ ৫৲ থং ডাঙ্গরাইল ৩০ বেড়গ্রাম ১৯

২৬৫ থাং ডিঃ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ দিং দেং গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাস দাবি ২৫৭৸৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে টগরপুর ৬-৭৭ শতকের কাত ৩৫৲ আঃ ২০০৲ থং ২১

১ মনি ডিঃ শ্রীকান্ত মাল দেং খুদিরাম সিংহ দাবি ৬১৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে মাঠ খাগড়া ২-২৯ শতক মধ্যে ৶১৩৷— অংশে ৫৮ শতক জমি আঃ ২৫৲ থং ৫৯১।১

—

গোমস্তা আবশ্যক

আদায় তহশীল কার্য্যের জন্য জমিদারী সেরেস্তায় অভিজ্ঞ, বিশ্বাসী ও বয়স্ক (৪০ বৎসরের উর্দ্ধের) একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আবশ্যক। তাঁহাকে সদরে উপস্থিত থাকিয়া আদায় তহশীলের কার্য্য করিতে হইবে। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। সবিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। ইতি—১৩৪৯।তাং ৬ই জ্যৈষ্ঠ

শ্রীমণিমোহন চৌধুরী
জমিদার
কাঁকুড়িয়া (রঘুনাথগঞ্জ)—মুর্শিদাবাদ।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্ফ-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ডিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা দুই আনা।

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা

(আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৶০ তিন আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়"
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

সুসংবাদ! সুসংবাদ!

জটিল দুরারোগ্য ও পুরাতন পীড়ার চিকিৎসার জন্য সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করুন। তিনি এযাবৎ বহু সংখ্যক জটিল ও পুরাতন রোগীর সাফল্যের সহিত চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়। কলিকাতার দরে যাবতীয় সরঞ্জামসহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় হয়।

বিনামূল্যে পশু-চিকিৎসা করা হয়।

ডাঃ স্বর্গীয় সীতানাথ দাসের পুত্র
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত
ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও
"সর্ব্বমঙ্গলা ঔষধালয়"
পোঃ রাজগাঁ — বীরভূম।

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	৷০
" ৪০ "	৸৶০
ভর্ত্তি বহি ...	৷৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।৵০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।১০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/15/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/15/-
First Admission Form (100 sheets)	1/8/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	3/8/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/8/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	1/-/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/12/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ

রাজশাহী
আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়াকর্স

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন :—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত